তারিখ ... 5 JAN. 2012 ...
পৃষ্ঠা ১৩ ... কলাম ... ৪ ...

জবিতে প্রক্টরসহ ৮ শিক্ষক লাঞ্ছিত অভিযোগ ছাত্রজোটের বিরুদ্ধে

জবি প্রতিনিধি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতাকর্মীর হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরসহ ৮ শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ফি প্রত্যাহারের দাবিতে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের চলমান কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে এই ঘটনা ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এর প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে তাৎক্ষণিক সংবাদ সম্মেলন করেছে। ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আজ কালো ব্যাজ ধারণসহ ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করবেন। তবে শিক্ষকদের এই অভিযোগ ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা অস্বীকার করেছে। তাদের (ছাত্রজোট) দাবি, শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার মতো কোন ঘটনা ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের আন্দোলনকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এসব অভিযোগ করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ফি প্রত্যাহারের দাবিতে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বুধবার প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রণী ব্যাংকের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয়। ফলে ২০১১-১২ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি কার্যক্রমসহ ব্যাংকের সব কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। খবর পেয়ে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. কামালউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে প্রক্টরিয়াল বডি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। প্রক্টরিয়াল বডির সঙ্গে এ সময় বিজ্ঞান অনুষদের তিন অধ্যাপক ড. হাসনাহেনা বেগমসহ বেশ কয়েকজন শিক্ষকও ছিলেন। তাদের উপস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা তালা খুলতে গেলে ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা শিক্ষকদের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রজোটের নেতাকর্মীদের ধস্তাধস্তি হয়। এ সময় ছাত্রজোটের নেতাকর্মীদের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. কামালউদ্দিন আহমেদ, সহকারী প্রক্টর অশোক সাহা, নূর মোহাম্মদ, নাসির, বিজ্ঞান অনুষদের তিন ড. হাসনা বেগম, মনোবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান কাজী ড. সাইফুদ্দীন আহমেদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জান্নেয়ারা বেগম ও জাফর লাঞ্ছিত হন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ শেষে মুক্তিযুদ্ধের প্রতৃতি ভাস্কর্যের সামনে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বক্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ফি প্রত্যাহারের দাবি জানায়। অন্যথায় তারা লাগাতার কর্মসূচি পালন করবে বলে প্রশাসনকে হুমকি দেয়। শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বেলা ১টার দিকে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। ঘটনার প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা আজ বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে কালোব্যাজ ধারণসহ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করার ঘোষণা দিয়েছেন। ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের দাবি না মানা পর্যন্ত তারা ধারাবাহিকভাবে কর্মসূচি পালন করে যাবে। আজ তারা ক্যাম্পাসের অগ্রণী ব্যাংক অবরোধ করবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ফি বাতিলের দাবিতে প্রগতিশীল ছাত্রজোটের নেতাকর্মীরা মঙ্গলবার ক্যাম্পাসে কর্মসূচি পালন করলে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা তাদের হামলা করে। এতে ছাত্রজোটের কমপক্ষে ১৩ নেতাকর্মী আহত হয়।